ফেনসিডিল পেথিডিন ও আফিম জাতীয় অন্যান্য মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত তথ্য

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

প্রধান কার্যালয়

৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

ফ্যাক্স নম্বরঃ ৮৮-০২-৮৮৭০০১০

টেলিফোন নম্বরঃ ৮৮-০২-৮৮৭০০১১

ই-মেইল : dgdncbd@gmail.com

Website : www.dnc.gov.bd

ফেনসিডিল, পেথিডিন ও আফিম জাতীয় অন্যান্য মাদকদ্রব্য আসলে কি?

আফিম জাতীয় অন্যান্য মাদকদ্রব্য সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয় মাঝারি থেকে প্রচণ্ড ব্যাথা উপশম, ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণ এবং কাশি দমনের জন্য সাধারণতঃ এসব মাদকদ্রব্য আফিম ফুল (ওপিয়াম-পপি) থেকে অথবা অন্য কোন কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করা হয়। বাংলাদেশে আফিম জাতীয় এ ধরনের অনেক মাদকদ্রব্য রয়েছে, যেমনঃ

ফেনসিডিল

ফেনসিডিল একটি কাশির ওষুধ যার মধ্যে রয়েছে আফিম জাতীয় দ্রব্য কোডিন ফসফেট। এই ওষুধ বাংলাদেশে অবৈধ। তবে এশিয়ার অন্যান্য দেশে এই ওষুধ বৈধ এবং এটা চোরাচালান হয়ে বাংলাদেশে আসে। এটা একটি সিরাপ জাতীয় ওষুধ এবং এর গন্ধ তীব্র। বাংলাদেশে ব্যবহারকারীদের কাছে এটা ডাইল বা ফেন্‌সি নামে পরিচিত।

পেথিডিন

পেথিডিন বেদনানাশক হিসেবে ব্যবহৃত একটি কৃত্রিম মাদকদ্রব্য। সাধারণতঃ এটা ইনজেকশনের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়।

হেরোইন

হেরোইন হচ্ছে সাদা অথবা বাদামী রংয়ের এক ধরনের মিহি পাউডার যা ধূমপান, সরাসরি নস্যির মত টেনে নেয়া অথবা সলিউশন আকারে ইনজেকশনের মাধ্যমে নেয়া যায়। আরও তথ্যের জন্য এই সিরিজে হেরোইন সক্রান্ত তথ্য শীর্ষক পুস্তিকা দেখুন।

আফিম

আফিম ফুলের বীজ থেকে আফিম প্রস্তুত করা হয়। গাঢ় বাদামী রংয়ের টুকরা অথবা পাউডার আকারে এটা আসে এবং এটা খাওয়া ও ধূমপানের মাধ্যমে গ্রহণ করা যায়। বাংলাদেশে ব্যবহারকারীদের মধ্যে এটা চান্দু বা আফিম নামে পরিচিত।

কোডিন

কোডিন আফিম থেকে উদ্ভূত। এটা বেদনানাশক অথবা কাশি দমনকারী একটি মাদক জাতীয় ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ট্যাবলেট, ক্যাপসুল, এলিক্সার সলিউশন অথবা সাপোজিটরী আকারে এটা পাওয়া যায় (ফেনসিডিল দেখুন)।

মরফিন

মরফিনও আফিম থেকে উদ্ভূত এবং গত এক শতাব্দী ধরে এটা বেদনানাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এটা ইনজেকশনের জন্য সলিউশন আকারে পাওয়া যায় এবং ট্যাবলেট ও সাপোজিটরী আকারেও পাওয়া যায়।

বুপ্রেনরফিন

বুপ্রেনরফিন একটি কৃত্রিম মাদকদ্রব্য এবং এটা বেদনানাশক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কোনো কোনো দেশে হেরোইন আসক্তির চিকিৎসার কাজেও এটা ব্যবহার করা হয়। ইনজেকশন অথবা ট্যাবলেট আকারে এই মাদকদ্রব্য পাওয়া যায়, তবে সাধারণতঃ এটা ইনজেকশন আকারে ব্যবহার করা হয়। বাজারে এটা টিডিজেসিক অথবা টেমজেসিক নামে বিক্রি হয়।

বাংলাদেশে আরও অনেক ধরনের ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত কৃত্রিম মাদকদ্রব্য পাওয়া যায়। আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কখনই কোন কৃত্রিম মাদকদ্রব্য ব্যবহার করবেন না।

আফিম জাতীয় বিভিন্ন মাদকদ্রব্য ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া কি কি? ইনজেকশনের মাধ্যমে আফিম জাতীয় মাদকদ্রব্য গ্রহণ করা হলে তার প্রতিক্রিয়া দ্রুত অনুভূত হয়। তবে মুখে গ্রহণ করা হলে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ধীরে ধীরে।

সল্পমেয়াদী প্রতিক্রিয়া

ব্যবহারকারীর মধ্যে ক্ষুধা, বেদনা ও যৌন আকর্ষণের অনুভূতির অভাব দেখা দেয়। শারীরিক অন্যান্য প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে বমি-বমি ভাব, বমি করা, ঘাম হওয়া, চুলকানী এবং চলাফেরায় সমন্বয়ের অভাব অথবা মাথা ঘুরানো। অন্যান্য মাদকদ্রব্যের মতই আফিম জাতীয় দ্রব্য ব্যবহারকালে গাড়ী অথবা মেশিন চালানোর মত কাজ বিপজ্জনক। অধিক মাত্রায় গ্রহণের ফলে চোখের মণি সংকুচিত এবং চামড়া স্যাঁত স্যাঁতে ও শীতল হয়ে যেতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্ষীণ হতে হতে থেমে যেতে পারে এবং মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণ গ্রহণের ফলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

দীর্ঘমেয়াদী প্রতিক্রিয়া

দীর্ঘ দিন ধরে ব্যবহারকারীদের মধ্যে ফুসফুসের সমস্যা দেখা দিতে পারে অথবা যকৃত ও মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা হ্রাস পেতে পারে। অপরিষ্কার সূঁচ অথবা সিরিঞ্জ ব্যবহারের কারণে এইচআইভি/এইডস, হেপাটাইটিস বি ও ধনুষ্টংকার দেখা দিতে পারে। মাদকাসক্ত মায়েদের গর্ভে জন্মগ্রহণকারী শিশুদেরও মায়েদের কাছ থেকে আসক্তি ও রোগ সংক্রমণ লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।

আফিম জাতীয় দ্রব্য কতটা নেশা সৃষ্টিকারী?

কৃত্রিম অকৃত্রিম নির্বিশেষে সকল প্রকার আফিমের ওপর শারীরিক নির্ভরশীলতা অত্যন্ত দ্রুত গড়ে উঠতে পারে। কখনও কখনও তিন থেকে চার দিন নিয়মিত ব্যবহারের পরই এই নির্ভরশীলতা গড়ে উঠতে পারে।

সহনশীলতাও দ্রুত সৃষ্টি হয় এবং একই অনুভূতি লাভের জন্য ব্যবহারকারীকে মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি করতে হয়। হঠাৎ করে ব্যবহার বন্ধ করে দিলে পরিহারজনিত বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দেওয়া শুরু হয়। এসব লক্ষণের মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড বিষণ্ণতা, অনিদ্রা, ডায়রিয়া, বমি, প্রচুর ঘাম, চোখ ও নাক দিয়ে পানি পড়া, খিঁচুনি, শীত-শীত ভাব ও জ্বর। শেষ মাত্রা গ্রহণের পর এসব লক্ষণ দশ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। তবে ব্যবহার বন্ধের অনেক দিন পরও কারও কারও মধ্যে মাদকদ্রব্যের জন্য প্রচণ্ড ব্যগ্রতা লক্ষ্য করা যায়।

মাদকাসক্তির উপসর্গ ও মাদকাসক্তকে চেনার উপায়

- অস্বাভাবিক আচরণ, খিটখিটে মেজাজ, বদ অভ্যাস।
- হঠাৎ আক্রমণাত্মক ও কলহপ্রবণ হয়ে ওঠা।
- রাতে অনিদ্রা ও দিনে বিলম্বে ঘুম থেকে ওঠা।
- অধিকাংশ সময় বিমর্ষ ও চুপচাপ থাকা বা ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকা।
- পরিবারের সদস্যদের এড়িয়ে চলা।
- উচ্ছৃঙ্খল ও অনিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন।
- সময়মত খাওয়া ও গোসলে অনীহা।
- কথা বলার সময় আড়ষ্টতা, স্মরণশক্তি হ্রাস ও দৃষ্টিতে বিহ্বলতা।
- যেকোন ব্যাপারে অসহিষ্ণুতা, অধৈর্য্য ও অমনোযোগ।
- অকারণে মিথ্যা কথা বলা ও বাচালতা।
- চোখের কোণে কালিপড়া, শরীর শুকিয়ে যাওয়া, শরীরে দাগ পড়া।
- টাকা পয়সার বেশি চাহিদা, চৌর্যবৃত্তি, যার তার কাছে টাকা চাওয়া।
- ব্যবহার্য বিছানা ও পরিধেয় বস্ত্র নোংরা ও দুর্গন্ধযুক্ত থাকা।
- অকারণে যখন তখন বাড়ির বাইরে যাওয়া, রাত করে বাড়ি ফেরা।
- ঘরে বসে থাকলে সারাক্ষণ ছটফট করা।
- ঘরের গোপন স্থানে মাদক গ্রহণের ব্যবহার্য উপকরণ থাকা।
- মাদকগ্রহণ করতে না পারলে শারীরিক বিকার ও যন্ত্রণার নানান প্রকাশ।